শীতে জড়সড় ক্যাম্প

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

শীতের শুরুতে জামা কাপড়, শেল্টার ও অসুখ-বিসুখ নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

শীতকালীন বিশেষ সংখ্যা

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ১৬ × সোমবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮

শীতে জড়সড় ক্যাম্প

দক্ষিণ এশিয়ার উত্তরাংশের মানুষ সাধারণত শীতকালকে (শীত হাল) আরামদায়ক ঋতু হিসেবে স্বাগত জানান। এই মৌসুমে গ্রীষ্মের দাবদাহ আর বর্ষার অবিশ্রান্ত বৃষ্টির থেকে রেহাই পাওয়া যায়। শীতল আবহাওয়া নভেম্বরের শেষের দিকে শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকে, যদিও অঞ্চল বিশেষে এর হেরফের হতে দেখা যায়। কক্সবাজার অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে এবং সমুদ্রের কাছাকাছি থাকায় শীত খুব বেশী পড়ে না। কিন্তু দিনের তাপমাত্রা সাধারণত আরামদায়কভাবে উষ্ণ থাকলেও, রাতে, বিশেষ করে ক্যাম্পের পাহাড়ি অঞ্চলে, বেশ ঠাণ্ডা পড়তে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ায় শীতকালের মানে হল শুকনো মৌসুমের (উদিন হাল) শুরু, যা ডিসেম্বর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শুকনো মৌসুমে, বিশেষত এই শীতের মাসগুলোতে শুকনো হাওয়া, ধুলো আর রাতে ঠাণ্ডা পড়ার কারণে নানান ধরণের শ্বাসের রোগভোগ (নিয়াশ টাইনতে মুশকিল) দেখা দেয়। এই পরিস্থিতি ক্যাম্পে আরো চরম আকার ধারণ করবে, কারণ ক্যাম্পের যে সব জায়গায় গাছ কেটে ফেলা হয়েছে সেখানে খুব বেশি ধুলো ও আলগা মাটি রয়েছে, আর পলকা শেল্টারগুলোর শীত আটকানোর ক্ষমতা নেই। শীতকালে অন্যান্য যে স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে সেগুলো হল সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা (সদদি), কাশি (হাশি) এবং অত্যন্ত শুষ্ক ত্বক বা চামড়া ফাটা (সামরা-ফাদা)। এই শব্দগুলো চাটগাঁইয়া ভাষাতেও একই, তাই এগুলো বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু 'গলা ব্যথা' বোঝাতে এই দুটি ভাষায় আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয় (রোহিঙ্গা ভাষায় গলার বিষ এবং চাটগাঁইয়া ভাষায় গলার দরদ)।

রোহিঙ্গারা পরম্পরাগতভাবে 'আইলেহ' নামের একটি ছোট পাত্রে জ্বলন্ত কয়লা বহন করেন, শীতে নিজেদের উষ্ণ রাখার জন্য বা ছোট করে আগুন জ্বালানোর জন্য। তবে ক্যাম্পে বেশিরভাগ মানুষ সাধারণত খোলা আগুন বা চুলার চারপাশে জড়ো হন আগুন পোহানোর (অইন ফুওন) জন্য। শুকনো মৌসুমে এই আগুনগুলো থেকে ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড ঘটার ঝুঁকি থাকে।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের আশংকা:

শীতকালের জন্য প্রস্তুতি

উৎস: ১৭ জন ইন্টারনিউজের কমিউনিটি প্রতিবেদক এবং একজন ফীডব্যাক ম্যানেজারের কোবো কালেক্ট অ্যাপ ব্যবহার করে ক্যাম্প ১পূঃ, ১পঃ, ২পূঃ, ২পঃ, ৩ এবং ৪ নং ক্যাম্পের ৭২০ জন রোহিঙ্গা উত্তরদাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা মতামত; ২০১৮ সালের মে থেকে ১৭ই নভেম্বরের মধ্যে ৫৫৮৪ আই.ও.এম শ্রোতা দলের সেশন থেকে সংগৃহীত জনগোষ্ঠীর মতামত; এবং ক্যাম্প ১৫-তে (জামতলি) আয়োজিত ফোকাস দলে আলোচনা থেকে সংগ্রহ করা গুনগত তথ্য।

যদিও শীতকাল আসছে, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক মতামত থেকে মনে হয় যে মানুষ এখনো আসন্ন শীতল আবহাওয়া সম্পর্কে তেমন উদ্বিগ্ন নয়। অক্টোবরে শ্রোতা দলগুলি যে সমস্যাগুলি জানিয়েছিল তার মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই (১% এরও কম) শীতকালের প্রস্তুতি সম্পর্কে ছিল, যা নভেম্বর মাসে সামান্যই বেড়েছে (২.৩%)। যারা শীতের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তারা প্রধানত শীতের জামাকাপড় এবং কম্বলের প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন এবং তারা শীতকালের স্বাস্থ্য সমস্যা এবং আসন্ন শীতকালে কিভাবে শিশুদের খেয়াল রাখতে হবে সেই বিষয়েও চিন্তিত ছিলেন। সম্প্রদায় থেকে পাওয়া মতামতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শীতকালের কোনও উল্লেখ না থাকায় মনে হচ্ছে শীতল আবহাওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে সচেতন করে তুলতে আরো বেশি সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

স্বতঃস্ফূর্ত মতামত না পাওয়া গেলেও গুণগত বিশ্লেষণ করে এটা বোঝা যেতে পারে যে আসন্ন শীতকালে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রধান আশংকাগুলি কি হতে পারে।

রোহিঙ্গারা মূলত সেই ত্রাণ সামগ্রীগুলো নিয়ে চিন্তিত যেগুলো আসন্ন শীতকালে তাদের প্রয়োজন হবে বলে মনে করছেন, যেমন শীতের উপযোগী মাদুর ও বালিশ। সেই সাথে তারা আরো বেশি পরিমাণে কম্বল চেয়েছেন, কারণ তাদের মতে আগে যতগুলো কম্বল দেওয়া হয়েছিল সেগুলো তাদের পরিবারের সকলের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এছাড়াও মানুষ আরো জুতো চেয়েছেন - ঘরের ভিতরে আর বাইরে পরার জন্য অন্তত দুই জোড়া।

> “আমার পরিবারে মানুষ আট জন, কিন্তু গত বছর আমরা কম্বল পেয়েছি মাত্র দুটো। যাদের পরিবারে চারজন মানুষ তারাও দুটো করে পেয়েছে। এই বছর আমাদের আরো বেশি লাগবে, কারণ গত বছরে পাওয়া জামাকাপড় সব ছিঁড়ে গেছে আর পরিবারের সকলের জন্য যথেষ্ট কম্বল নেই।”
>
> – পুরুষ, ক্যাম্প ১৫

রোহিঙ্গারা চিন্তায় আছেন যে আসন্ন শীতের জন্য তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে জামাকাপড় নেই। তারা জানিয়েছেন যে গত বছর তারা যে পরিমাণ জামাকাপড় পেয়েছিলেন তা পরিবারের সকলের জন্য যথেষ্ট ছিল না এবং কিছু মানুষ বলেছেন যে, সেই জামাকাপড় এত দিনে ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তারা একথাও জানিয়েছেন যে, ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে এর আগে তারা কাপড়ের উপর পলিথিন জড়িয়ে কাটিয়েছেন।

> “গত বছর শীতকাল কোনোভাবে কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন এই শীতের কথা ভাবছি। বাচ্চাদের শীতের জামাকাপড় দরকার। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে আমাদের জামাকাপড় কিনতে হবে। কিন্তু আমাদের কাছে টাকাও নেই, কাজও নেই, এমনকি কাজের জন্য ক্যাম্পের বাইরে যাবারও কোনো উপায় নেই। আমাদের কম্বল, রেজাই (লেপ বা বালাপোষ), বিছানার চাদর, শাল, সোয়েটার এসব দরকার।”
>
> – পুরুষ, ৪২, ক্যাম্প ২পূঃ

রোহিঙ্গারা তাদের ঘরবাড়ি নিয়েও আশংকায় আছেন, আর শীতের থেকে বাঁচার জন্য শেল্টার কিট চাইছেন। তাদের অনেকেই ঘরবাড়ি নিয়ে চিন্তিত এবং মনে করছেন যে, তাদের ঘরবাড়ি শীত আটকানোর মতো যথেষ্ট শক্তপোক্ত নয়। মানুষ জানিয়েছেন যে তাদের ঘরগুলো এক বছরেরও বেশি পুরনো, তারা বাংলাদেশে যখন এসেছিলেন তখন সেগুলো বানানো হয়েছিল, আর তারা মনে করছেন যে সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই এখন আর ভাল অবস্থায় নেই। তাদের মতে তাদের ঘরবাড়ি ঠাণ্ডা হাওয়া আটকানোর মতো যথেষ্ট শক্তপোক্ত নয় এবং যেহেতু সেগুলোর ছাদ তেরপল দিয়ে তৈরি তাই তা শিশিরে ভিজে ঘরে ঠাণ্ডা আরও বাড়িয়ে দেয়। মানুষ আরো জানিয়েছেন যে, কিছু কিছু তেরপলে অনেক জায়গায় ইতোমধ্যেই ফুটো হয়ে গেছে, যার ফলে ছাদ দিয়ে ঘরের মধ্যে সহজেই কুয়াশা ঢুকে পড়ছে। মানুষজন এটাও বলেছেন যে তাই তারা বাধ্য হয়ে পলিথিন, পুরনো কাপড় এবং অন্যান্য জিনিস গুঁজে ফুটো বন্ধ করার ও ঘর গরম রাখার চেষ্টা করছেন। মানুষ মনে করছেন যে আসন্ন শীতে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য তাদের আরো বেশি খড়, তেরপল আর বাঁশ দরকার।

> “শীতের সময় আবার আমাদের ঘর ঠিক করতে হবে। আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যাতে ঘরে হাওয়া না ঢোকে। শীতের জন্য ঘর মেরামত করতে আমাদের আশ্রয় কিট কিনতে হবে, সেজন্য টাকা দরকার, কারণ আমরা এনজিও-র থেকে কিছু পাইনি। এন.জি.ও-রা যদি আমাদের শেল্টার কিট দেয় তাহলে আমরা ঘরের মধ্যে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকা বন্ধ করতে পারি।”
>
> – মহিলা, ২৮, ক্যাম্প ১ পঃ

লোকজন উল্লেখ করেছেন যে ক্যাম্পে প্রত্যেকে মেঝেতে ঘুমায় এবং শীতকালে মেঝে খুব বেশি ঠাণ্ডা থাকে। লোকজন আরো বলেছেন যে ঠাণ্ডা মেঝেতে ঘুমালে সর্দি, কাশি, জ্বর, হাঁপানি আর নিউমোনিয়ার মত রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।

> “মেঝে খুব ঠাণ্ডা। আমরা আমাদের সাথে কোনো আসবাবপত্র নিয়ে আসতে পারিনি আর আমাদের কাছে নতুন আসবাবপত্র কেনার টাকা নেই। এন.জি.ও-রা যদি আমাদের ঘুমানোর জন্য তোষক কিনে দেয় তাহলে আমরা ঠাণ্ডা আর শীতের হাত থেকে বাঁচতে পারি।”
>
> – মহিলা, ৩৭, ক্যাম্প ২পূঃ/৩

রোহিঙ্গারা বিশেষভাবে এই নিয়ে চিন্তায় আছেন যে শিশু ও বৃদ্ধদের মতো ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের আসন্ন শীতকাল কাটানো খুব কঠিন হবে। মানুষ মনে করছেন যে ক্যাম্পে বাচ্চারা প্রায়ই যথেষ্ট পরিমাণে জামাকাপড় পরে না এবং সেই কারণে নিউমোনিয়া, জ্বর আর সর্দিতে আক্রান্ত হতে পারে। মানুষ আরো মনে করছেন যে বিশেষত বয়স্ক মানুষজনদের হাঁপানি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। আরেকটি আশংকা হল ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবার অভাব: মানুষ জানিয়েছেন যে বিভিন্ন সংস্থা যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো চালাচ্ছে সেগুলো ভালো নয় এবং যে অসুখই হোক না কেন তারা প্যারাসিটামল দিয়ে দেয়।

> “বাচ্চারা অতশত বোঝে না, তারা সবসময় ঠিকমত জামাকাপড় পরে না আর ওদের সহজেই ঠাণ্ডা লেগে যায়।”
>
> – মহিলা, ক্যাম্প ১৫

রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন যে ঠাণ্ডা লেগে অসুখবিসুখ হওয়ার থেকে শিশু ও বয়স্ক মানুষদের নিরাপদ রাখতে তাদের আলাদা পাত্র (ডেকচি) প্রয়োজন যাতে তারা গোসলের পানি গরম করতে পারেন। সেই সাথে শীতে নিজেদের গরম রাখার জন্য তাদের আরো বেশি জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।